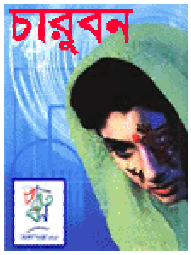

চারুবন
বদরুল আলম রতন
(কাব্যগ্রন্থ)

প্রকাশক ঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশ:
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ।
জুলাই ২০০৫ইং
ইন্টারনেট সংস্করণ
জুলাই ২০০৫
জুলাই ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

প্রচ্ছদঃ বদরুল আলম রতন
প্রকাশক এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগঃ
E-mail:marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com
www.marupalash.com

প্রকাশনায় ২০ বছর
সত্য ও সুন্দরের নির্ভীক প্রকাশ

কবি বদরুল আলম রতন

কবি বদরুল আলম রতন বিমূর্ত কাব্যকলা সমুদ্রের ডুবুরি। সমুদ্রে ডুবে ডুবে তিনি খুঁজে বের করেন কবিতার হীরে মানিক্য শব্দ সম্ভার। প্রকাশ বিমুখ এ কবি তাই নিজেকেও সমাজ সংসার থেকে শামুকের মতোই গুটিয়ে রাখেন। মরুপলাশ এর জন্যে ওনার কবিতা পেতে আমাকেও তাই বেশ বেগ পেতে হয়। ওনি কবিতা লিখে সতত সঙ্গাদানকারী একটি ব্যাগে রেখে দেন। আর সময় সুযোগ হলেই এক নজর দেখে নেন তার নিজের সৃষ্টিগুলো।

আমি বারবার তাগিদ দিয়েও যখন কাজ হয় না, তখন পথিমধ্যে ওনার কাধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে কবিতাকে রীতিমতো **'কিড্‌নাফ'** করি। তবে একটি কথা স্বীকার করতেই হয় তিনি ***মরুপলাশ*** এবং ***রুপসী চাঁদপুর*** এ দীর্ঘকাল ধরেই লিখে আসছেন। ওনার কবিতায় বিমূর্ততা আছে তবে তার গভীরে যে সৌন্দর্য, দ্রোহ, প্রতিবাদের লেলিহান শিখার সন্ধান আমি পেয়েছি। তেমন সৌন্দর্য এবং শিল্পমন্ডিত কবিতার শ্রষ্টা আমার আশেপাশে দ্বিতীয়জন নেই। তবে দীপ্তিময় সারল্য সৌন্দর্যের কবি হিসেবে আমি কবি ফিরোজ খানকে পছন্দ করি।

কবিতার বেপারীর সংখ্যা !? যেখানে খুব বেশী ঠিক তেমনি একটি সমাজে কবি রতনের অবস্থান। তবুও তিনি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। নিজকে টিকিয়ে রেখেছেন তার নিজস্বতার মাঝেই। এখানেই তার বৈশিষ্ট। আর এই বৈশিষ্টতাই আমাকে মুগ্ধ করেছে। কবির জন্ম সাংস্কৃতিক নগরী ময়মনসিংহে ১৯৬৯ সালে। চারুকলায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনকারী এ কবি *মরুপলাশ* এবং ***রুপসী চাঁদপুর*** সাহিত্যপ-ত্রে নিয়মিত কবিতাচর্চা করেন।

মরুপলাশ প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাঙালি কবিদের যৌথকাব্যগ্রন্থ ***'দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম'*** এ উক্ত চারুবন এর কবিরও অংশগ্রহন রয়েছে। মরুপলাশ তাই মনে করেছে এই কবির একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা কবিতা প্রেমিদের জন্যে তাই ***মরুপলাশ*** প্রকাশ করেছে ***চারুবন*** । আমার বিশ্বাস বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে কবির কাব্যিক চেতনাবোধ ও শৈল্পিক মেধা-মনণ দু-ই পরিস্কারভাবে ধরা পড়বে। এ কাব্যগ্রন্থ ***চারুবন*** এ সংকলিত কবিতাগুলো পড়ে আমার তেমনই বিশ্বাস জন্মেছে।

প্রকাশক
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর,মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।
জুলাই ২০০৫ইং
সংশোধিত নতুন সংস্করণঃ
জুলাই ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা।

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত
কবি বদরুল আলম রতন এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ
চারুবন এ যে সকল কবিতা স্থান পেয়েছে.....

চারুলতা আমার / স্বাধীনতা তুমি / বিজয়া / কবিতার শুদ্ধ পুরুষ / সমকাল / নষ্ট সময় / অলস পুর্ণিমা / অজ্ঞতা আস্ফালন / দুঃসময়ে নিঃসঙ্গ আমি / নিজের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ি / মধু চন্দ্রিমা জোছনায় / আত্ম হনন / পূর্ণিমার সমাবেশ / ভূমিহীন কৃষকের সারল্য নিয়ে / ভালোবাসার সম্পর্ক / দুষ্ট ইশ্বরের প্রতিকৃতি / নক্ষত্র গোলাপ / কংস নদীর পাড়ে / সময়ের সিঁড়ি সাঁকো / ক্ষমা করো উর্বশী কবিতার নারী / শারদ সন্ধ্যায় / চানক্য / ঘাস ফড়িংরা / ভালোবাসার প্রত্যাহার / নারীর প্রেম স্বপ্ন / কি দিয়ে সাজাই? /স্বপ্নপুতুল / ত্রিত্ব প্রেম গোলাপ / রুদ্রের প্রতীক্ষায় / গ্রীল বারান্দায় / শতাব্দীর আয়োজন / ফাল্গুন চিঠি / দিদি মনি / তল্লাশ / আত্মসমর্পন ।

চারুলতা আমার

তোমার হৃদয়ের অন্তঃ চোখে রেখেছি
আমার **স্বপ্নীল** পৃথিবীর জাগতিক ভাললাগা
অনিন্দিত বৈভব প্রেম।
মহুর্তের অনু পরমানু সময় ভেঙ্গে মিশিয়েছি
তোমার স্বগীয় প্রেমচুম্বন
অনন্ত মহাকালের রাঙা ঠোঁটে।
আজ, একি নিছক ছলনায়
তুমি করো বিদ্রুপ প্রতারনা
আমার প্রাথর্নার অর্ঘ্য লাল গোলাপ গুঁজে রাখো
ঘনকালো অহংকারী কৃষ্ণ বিবর খোঁপায়।
অতোটা নিশ্চিত অভয় প্রবঞ্চনা তুমি কোথায় পেলে?
তোমার সুন্দরের প্রতারণা পতঙ্গ প্রজাপতিরাও আজ চেনে
গোলাপের বিশ্বাসী পাপড়িরা বৃন্ত ছিঁড়ে পালায়
আত্মহননের ভয় আর অপারগতার লাজে
সুর্য্যের সত্য যৌবনে - চলছে এখন গ্রহণের কাল
কেবল তুমিই পারো-ফিরিয়ে দিতে আমার আলোকিত প্রেম
কবিতার অন্ধকার কল্পনার গুহায়
নিভু নিভু বাতির ব্যথতা জ্বালিয়ে দিয়ে
প্রজ্জ্বলিত প্রেম দ্যুতি, হীরক শিখায়।

প্রতিটি দিনের অস্তগত সূর্যের পতনের
লাল রঙে পশ্চিম দিগন্তে
একেঁছি তোমার অবয়ব মুখ
ব্রম্মপুত্র নদের পাড়ে নগরীর শৈলী নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছো তুমি - ''চীর আধুনিক
সভ্যতার স্মারক মূর্তী নারী
''ভেনাস অব উইমেনর্ডফ''-(মানব সভ্যতার প্রথম আদি নারী মূর্তি)
তোমার অপারগতার বিষ বৃক্ষে,
চেতনার সিক্তসত্য প্রেম আলোর স্রোতে
কল্প কাননে প্রতিক্ষণ ফুটাই অজস্র লাল গোলাপ।
এতো কিছুর কাল ক্ষেপনে, ভেসেছে
অহেতুক যাযাবর সরল বিশ্বাস।

ব্যস্ত নগরীর নীল আকাশে গাংচিল হয়ে,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে খুঁজি
কোথায় ছিলো আমার ভালোবাসার
অমনোযোগী সর্পীল বৃশ্চিক ভুল।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি
প্রাগ সভ্যতার চেতনা বিস্মৃত বাঙালী অষ্টাদ্বাদশী যুবক
সমকাল সাম্রাজ্যবাদের নব শোষণের আর্ততায়ী গুপ্তচর সেবক
স্বাধীনতা তুমি,
অভিশপ্ত সময় তালে ভূমিষ্ট বাঙালী শিশু জন্মাবার পাপ বোধের আর্ত চিৎকার
স্বপ্নহীনা সময় ট্রেনের বাতি বিহীন কামরায় বামন টিকেট চেকার
স্বাধীনতা তুমি
শুক্কুর আলীর চ্যুত স্বপ্নের কাটা ডান হাত
নর পশুদের হিংস্র উৎসব ত্রাসী আদি মধ্যযুগীয় রাত
স্বাধিনতা তুমি
নষ্ট হয়ে যাওয়া যুবা হিমু সময়ের মাদক আসক্তি কুয়াশার ঘোর
শ্যাম বাংলার কপালে দীপ্তি হীন সূর্যের নিয়মিত ভোর
স্বাধিনতা তুমি
ছাত্র শিক্ষক অভিবাবকের মিলন মেলায় নকলের মহা উৎসব
লেখক কবি বুদ্ধিজীবিদের বিলাতী সেমিনা, পত্রিকার বিবৃতি কলোরব
স্বাধীনতা তুমি
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নীল সাদা গোলাপী প্যানেল
নাবালক প্রগতি করেছো নগ্নগামী, আকাশের চোখে ঝুলিয়ে আধুনিক ডিশচ্যানেল
স্বাধীনতা তুমি,
হরকাতুল জিহাদী নেতার ''দুই হাজার সালে ক্ষমতা যাবার'' সোলেমানী খাবনামা
বাংগালীর সবুজ পতাকা বানাবে আগামী শহিদী স্বপ্নদের রক্তাক্তজামা।
স্বাধীনতা তুমি,
গোষ্ঠী তান্ত্রিক হিংসুটে রাজনীতির পুনঃপৌনিক আত্মঘাতী অভিমান
নিরন্ন মানুষের দারিদ্র বিমোচনে সুনীতি স্রোতের বিপরীতে সদাক্রেধে বহমান
স্বাধীনতা তুমি
ধর্ম নিরপেক্ষতার গণতান্ত্রিক সংসদে গায়েবী জানাজার অভিষেক সাংবিধানিক আখেরী মোনাজাত
রক্তচুষা বাঁদুর আমলার সরকারী প্রতিশ্রুতি ''জনগণ পাবে'' পেঁয়াজ,
নূন সহ দলীয় ডাল-ভাত
স্বাধীনতা তুমি,
একবিংশ শতাব্দীর মৌসুমী মেঘে, ঐক্যের সংখ্যা ছেড়া বিপন্ন যাযাবর বালিহাঁস
কবিতার উৎসবে ডোম কবিদের নিষ্ঠুরতায় করো পোষ্টমর্টেম জীবন্ত কিশোরী
কবিতার স্বপ্ন চেতনা সম্ভম ইতিহাস
স্বাধীনতা তুমি,
সিনেমার বিজ্ঞাপনে আদি কামসূত্রের আনাড়ী যৌনবতী সুন্দরী নগ্না নারী মডেল
উঠতি তালেবান মেঘেরা তা দেখে যুবতী বাতাসের প্রাণে বজ্রশীসে বজায়
বেপোরুয়া অশ্লীল ট্রাকের হুইসেল
স্বাধীনতা তুমি,

সাত মাথার সড়ক যানজটের কালো ধুয়ায়, প্রকাশ্যে বসাও গাঁজার আসর, পরিবেশে প্রেমিকদের চোখে যা নাকি সামাজিক নন্দন ক্ষত
মাসিক চাঁদাবাজ ডিবি, পুলিশ ট্রাফিকেরা তাই প্রাণ বাজি রেখে
দ্বয়িত্ব পালনে কর্তব্য ব্রত।

বিজয়া

বিজয়া তুমি
চৌদ্দ কোটি স্বপ্ন শিশুর মৃতবৎসা জননী
প্রান্তিক অস্তিত্বের আতুর ঘরে বসে মূল্য বোধহীন অভ্যাসে
কাটাও দিবস রজনী
বিজয়া তুমি
ধর্ষিতা বোনের সামাজিক নিরাপত্তায় বিভ্রান্ত অন্বেষন
মিথ্যে সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে যুবা স্বপ্নদের
প্রতি মুহুর্তে করো আত্নহনন
বিজয়া তুমি
নতুন শতাব্দীর পুষ্টিহীন পুঙ্গব কিশোর সময়
অবতার রথে চড়ে বৃথা কর সত্য সুন্দরের অপচয়
বিজয়া তুমি
হিন্দী নকল সুরে নাগরী বাতাসে ছড়াও
ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল লটারীর
ভাগ্য বদলে কুৎসিত চিৎকার
বাংলার উদাস বাউল আকাশে
তালেবান মেঘেদের বিভৎস হুংকার
বিজয়া তুমি
গডফাদারের মন্ত্রে অস্ত্রে সজ্জিত আধুনিক ক্রীতদাস
বাস্তবতার সমকাল যেন লক্ষ শহীদি পিতার মৃত লাশ
বিজয়া তুমি
নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন খেকো বুড়ো রাজকীয় কবি
মুর্ত্য সময়ের ক্যানভাসে তাদের রক্ত দিয়ে আঁক বিমুর্ত ছবি
বিজয়া তুমি
শতাব্দীর ভায়াবহ সর্বনাশা বাণ
ঋতু বদলের ছলে কুটকৌশলে
কেড়ে নাও তরতাজা প্রাণ
বিজয়া তুমি
পিতাহন্তারক পিচাশের মুচকি হাসি
বিচারের দাবী চাইলেই
ভয় দেখিয়েছো নব স্বপ্নদের ঝোলাবে ফাঁসি
বিজয়া তুমি
নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী ছেলে অমর্ত্যসেন
ক্ষুধার তাড়নায় ঙেঙ্গে দাও রবিঠাকুরের ধ্যান।

কবিতার শুদ্ধ পুরুষ

কবি শামসুর রাহমান **শ্রদ্ধাভাজনেষু**

দেবনা মিথ্যে প্রতিশ্রুতির শব্দ দিয়ে হৃদয় কালো মেঘেদের পিঠে,
শান্তনা বিবৃতির রুপালী পালিশ
আজ হৃদয় ভূমে তেঁতে উঠেছে,
মগড়ীছড়ার ক্ষোভের অগ্নি উদ্গীরণ,
কবিতার সবুজ বৃক্ষ শরীর আঁচড় দিয়েছে নাকি
হিংস্র নরপশু হায়েনার দল।
এই দুঃসংবাদ শুনে বাতাসের কানে
বাংলার সবুজ বিবেকের আবরণ ছিড়ে ঝড়ছে,
সৌর কলঙ্কের রক্তস্রোত
একি সেই দুঃস্বপ্নের একাত্তুরে বসবাস?
ওটা তো ছিল, কৃষ্ণবিবরের কালো শূন্য এক ইতিহাস
তবে ক্যানো এখন, বাতাসে তাদের উলঙ্গ স্পর্ধার অশ্লীল নাচ
কোন স্বজনের প্রশ্রয়ে, নরপশুরা পেয়েছে,
কবিতার অভয় অরন্যে ঢুকার সাহস?
পাখীদের স্বরে আজ শোকাবহ প্রকৃতির তীব্র প্রতিবাদ
বনফুলে প্রেম সঙ্গম, ভুলে গেছে প্রেমিক ভ্রমর স্বভাবের দুঃখে
ঘাস ফড়িংদের বহর উড়ছে, নির্ভয় ভালবাসার
নিরাত্তাহীনতায়, উদ্দিগ্ন স্বপ্নের ভয়,
এ ক্যামন করে মেনে নেবে তারা কবিতা স্রষ্টার পরাজয়
জলজ স্বপ্নের আতঙ্কিত মাছেরা, হৃদয় বঙ্গোপসাগরের
জল দ্রোহে করেছে স্ফীঃত,
কবির কাছে তাদের গভীর অনুনয়-
হে কবিতার শুদ্ধ পুরুষ,
তুমি কি মেনে নেবে, নরপশুদের আঘাতের
দুঃখ অপমান যাবতীয় দোষ?
হে কবিতার শুদ্ধ পুরুষ
তুমি যদি চাও ক্লান্তির অন্তিম সময়ে লিখবে
তোমার অপ্সরী ভালবাসা নিয়ে নতুন কোন কবিতা
চৌদ্দ কোটি বাঙ্গালীর প্রাণ উৎসর্গীত রক্তের বাষ্পজল পাবে,
আকাশ সীমানায় উড়ন্ত মেঘে সদা প্রস্তুত।
হে কবিতার তাপস
তুমি যদি চাও, মধ্য রাতে নিঃসঙ্গতা ছিড়ে
দোয়েল চত্বরের জড় পাথরের যুগল দোয়েল,
''বিপ্লবী সংগীতের শিস দিয়ে'',
ভেঙে দেবে নাগরিক অচেতন ঘুম।
তুমি যদি অনুমতি দাও,

প্রজন্ম রাসেলের দামাল ছেলেরা
হাতে তুলে নেবে ৭১এর হাতিয়ার,
ঘৃনার ক্রোধে জ্বালাবে, তালেবান হায়েনা
নর পশুদের লোভার্ত চোখ।
হে, সদ্যজাত শিশু কবিতার চির যুবক পিতা,
এখনো কি তুমি চাও তোমার কল্পচিত্রে জন্মাবে
যে স্বপ্ন কবিতার শিশু,
তারা করুক মাথা নত, ভয় আর নিদারুন লজ্জায়।

সমকাল

ঘুরে বেড়ানো নির্জন প্রশান্তি কোথাও নেই
নাগরিক বাতাস চেনেনা শব্দ দুষণ কাকে বলে
রাতের দখিন আকাশে দাঁড়িয়ে আছে কাল পুরুষ
তলোয়ার হাতে জীবন রনাঙ্গনে যুদ্ধ কৌশল শেখায়
একই প্রতিকী মুদ্রায়
বেঢপ চোখে উত্তর দিগন্তে তাকিয়ে আছে ধ্রুব একা
নিঃসঙ্গতার দুঃখী নীল আলো ছেড়ে দেয়
অন্ধ পৃথিবীর চোখে মুখে
হয়ত বোঝায় পৃথিবীর কোন কবি যেন তাকে নিয়ে না লেখেন
একাকিত্বের অহং কবিতা।
মুহুর্তের যৌবন কালো চুলে অহেতুক বিলি কাটে সময় নারীর
হবাগোবা যুগল চোখ।
নবদম্পতির বুকের গোপন কামে, কেঁদে ওঠে প্রেমহীন শিশু
দুষ্ট বালিকার উষ্ণতায় স্ফীত হয়ে ওঠে হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরে
দুধেল স্রোত
রঙিন বসন্তের প্রজাপতির পাখা ছিড়ে দেয় সময়ের শিলামেঘ
চলন্ত কৈশোরে কিশোর চেনেনা তার আত্ম অভিজাত
প্রিয় নারীর খুব চেনা মুখ
বৈশাখি মেঘ মালার সাথে স্বপ্নেরা উড়ে যায় উত্তরী হাওয়ায়।

নষ্ট সময়

নষ্ট সময় সময়ের আকাশে আমার ব্যর্থ অভিমানী মেঘেরা
প্রেমহীন পৃথিবীর আকাশে জালাবে আগুন
সমুদ্রে নোনা জল চলন্ত আগুনের শিখায়
নিজেকে শপে দিয়ে প্রেরণা জোগাবে প্রেমহীন পৃথিবীর
ধ্বংস যজ্ঞের লীলা খেলায়
পৃথিবীর কংক্রীট প্রকৃতি বদলাতে হবে আজ
প্রসাধনীর ছিপি মুখে বন্দি আজ স্বর্গীয় পৃথিবীর
সুগন্ধি বনফুলের সৌরভ
এত অপচয় কেন স্বর্গীয় আনন্দের
সময় মুহূর্ত ঝর্ণা জলে
এখানে কিশোরীরা পুর্ণিমা দেখেনা স্বচোক্ষে
দাদীমার চোখে তাকিয়ে দেখে
শাসিত যৌবনে ভঙ্গুর যুগল চাঁদ

অলস পুর্ণিমা

পৃথ্বির যুগল চোখে তাকিয়ে দেখ
আজ বৈশাখী বৌদ্ধ পুর্ণিমা
নব সুষ্টির উন্মেষে খুলে দাও
চেতনা বৃক্ষের শক্ত প্রটোজম আবরণ
নতুন বিশ্বাসের কিশালয়ে খেলা করুক
আজ তোমার অপরুপ সৌন্দর্য
আর পূর্নিমা জোছনার আলোর উৎসব
আমি ছুঁবনা তোমায়
শুধু দেখব ''তোমার সৌন্দর্য''
অপলক জড় চোখ দিয়ে
বৈশাখী বাতাসে পাঠাবো পঞ্চইন্দ্রিয়ের
পরিব্রাজক প্রজাপতি
প্রতিক্ষায় আছি আর কত দিন বাকি আছে
বাতাসে পাঠাতে তোমার হৃদয় রক্ত করবী ঘ্রাণ।

অজ্ঞতা আস্ফালন

বাঙ্গালী সময়ের ভেতর জীবনের দুরত্ব চেনেনা
হৃদয়ের কম্পমান স্পন্দনে কেবলই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা
অজ্ঞতার আস্ফালন ডংকা বাজায় প্রাগ সময়ের গুহায় বসে
মননে অরণ্যে খোলা আকাশ নেই
গাছের শুকনো পাতার জালে আটকে গেছে
সূর্যরশ্মির উজ্জ্বল আত্মবিশ্বস
গেছো ইদুর, সাপ, ব্যাঙ **লোলুপ**
জিহবায় চেটে খায় রেশম পোকার গুটি আত্মবিশ্বাস
আশেপাশে কোনখানেই একফালি ভালবাসা
বিশ্বাসের রোদেল দুপুর নেই
অনন্ত অন্ধকারে ঘুনপোকা (নারী-পুরুষ) আর
জোনাকির বিদীর্ণ আর্তনাদ
ক্ষমা সত্য ভালবাসার গ্রীনিচ মান মন্দিরে এখনো
বাঙ্গালীর পৌছানো সম্ভব হয়নি শুধু মাত্র
অজ্ঞতার আস্ফালন

দুঃসময়ে নিঃসঙ্গ আমি

একপেশে জীবনাচার প্রতিদিনের
ফুটপাতের কাঁচা বাজার, রেল লাইনের ক্ষণস্থায়ী মাছের সারি
স্টেশন চত্তরের চায়ের টুলে বসা, গলায় জড়ানো গ্রামীণ চেকের
মাফলারওয়ালা জি,আর,পি পুলিশ পতিতার দালাল,
চায়ের আড্ডায় পরচর্চারত একদল টেন্ডারবাজ যুবক
ঔষধ পাড়ায় খালী গা ধুতী পরা হোমেপ্যাথি ডাক্তার,
যানজটের চৌমাথায় মুষ্ঠিযুদ্ধরত দুই রিক্সা চালক যুবক,
রেফারী, নিস্ফলা ট্রাফিক, দর্শক সওয়ারীর তৃপ্ত হাসি
প্রেস ক্লাবের বৈঠকে দলীয় সাংবাদিক,
ঝোলো ব্যাগ কাঁধে আত্মবিশ্বাসহীন কবি,
এনজিওর বাঁধা বুদ্ধিজীবী,
অস্ত্র হাতে উঠতি যুবক,
চাঁদাবাজ মহল্লার পলিতে,
রেলক্রসিং-এ যুবতীর গলিত লাশ।

পার্কের ফুলবাগানে স্কুল পলাতক কিশোর, আঙ্গুলের বৃত্তে
তর্জনী সেটে অশ্লীশ ভঙ্গিমায় খিস্তি কাটে পাশের সহপাঠী বন্ধুকে
দেয়ালে লিখা - শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড,
তার পাশে নকল সাপ্লায়ে ব্যতিব্যস্ত অভিভাবক -
যেভাবেই হোক আমার সন্তানের মেরুদন্ড যেন সোজা থাকে।
এ আমার মৌলিক অধিকার।

অফিস পাড়ায়, মানদাতা আমলের টাইপ রাইটার,
পরো লেন্স চোখে মুচকী হাসে,
ফাইলের লাল ফিতে খুলে বুড়ো কেরানী,
টানা পাখার নিচে টেলিফোনে
আলাপচারিতায় ব্যস্ত আমলা - দুপুর লাঞ্চ কি হবে?

নিজের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ি

সৃষ্টির আবেগ আমাকে প্রতি মুহূর্তে আবদ্ধ করে রাখে
যন্ত্রনার রোষানলে।
এযেন কোন নক্ষত্রের মতো হিলিয়াম হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন
এর জলন্ত অগ্নি কুন্ড।
আমি নিষ্ঠুরতায় ছিটকে পড়ি সমাজ সভ্যতার
উত্তপ্ত হাড়ি থেকে
কেউ আমাকে বুঝে না, এমনকি আমিই স্বয়ং আমার
প্রতিমূর্তি দেখে ভড়কে যাই।
সদ্দোত্তর এখনো পারিনি দিতে নিজেকে
এই আমি, সত্যিকারের কার আমি!
ভোরের সূয্যোদয় পৃথিবীর দিকে ঠেলে দেয় যে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি
তা দেখে ঈর্ষায় আমার সত্তায় জন্ম নেয়
অচেনা শত দানব নক্ষত্রের বিকট হুঙ্কার।
ভয়ঙ্কর প্রতিযোগীতায় মেতে উঠি আমি এই নৈরাজ্যময় সময়ে
কি চাই আমি ধ্বংস ? না সৃষ্টির মুক্তি ?
কে দিতে পারে আমায় বিশুদ্ধ সৃষ্টির মুক্তি
পার্থিব জগতের নিটোল প্রাকৃতিক সুন্দরী নারী! নাকি
অলৌকিক ঈশ্বর ?
অথবা বর্ণচোরা যুগল প্রজাপতি
সৌখিন, প্রশ্নবোধক স্বত্তা এখন
আমাকে পরিত্যাক্ত শার্টের মতো
মননের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে।

মধু চন্দ্রিমা জ্যোৎস্নায়

বেপোরোয়া, যন্ত্র দানব
নির্মল বাতাসে এঁটে দেয় স্বাক্ষর
মৃত্যুর কালো টিপসই; যেন
মানব সভ্যতা নিধনের
অলিখিত চুক্তির
গোপন প্রতিশ্রুতি।
মৌনতা ভেঙ্গে যায় আমার
সময়ের কালো পর্দা তুলে
উঁকি দেয় মনন কাগজের
শ্বেত পৃষ্ঠায়
চেয়ে দেখে
মধু চন্দ্রিমার জ্যোস্না নারী
আলোর আচঁলে মুছে দেয়
বাতাসে মৃত্যুর কালো ছাপ
নিস্কৃতি প্রার্থনা ক্রন্দন
থামিয়ে দিয়েছে ব্রক্ষ্মপুত্র
সাদা কাশের লোমশ বুকে
জোৎস্না নারীর মুক্তো দানার হাসি
যেন, অচেনা আধুনিক নগরীর
ল্যাম্প পোষ্টে অজস্র নক্ষত্র
আছে ঝুলে।
মৌনতার অন্ধকার মহা সড়ক বরাবর
দৌড়ে যাই আমি
জ্যোৎস্না নারীর আধুনিক নগরে
ছুয়ে দেখবো বলে।

আত্ম হনন

উদ্বৃত্ত আনন্দের ব্যকুল মিনতিও শোনেনি সে
তোমার প্রতিশ্রুতির বল্লভী কিশোরী সম্ভ্রম
ঈষাণ কোণে হলো দিগম্বরী
আকাশের অপ্রতুল নীল বিশ্বাস
হাল ছাড়েনি কভু।
প্রতারণা শিখেনি যে অর্ক
কুৎসিৎ মেঘেরা, যতই ছড়াক নিন্দা
গুরুম গুরুম বজ্রের বাতাসে
উর্মির পাহাড়ে, ফুজির সুপ্ত অনলে
অর্ক জড়াবেই তোমার চির চপলা গায়ে
আপন নেবুলা চাঁদর।

পূর্ণিমার সমাবেশ

ঠিক এই সময়ে
আঁধার প্রহর ফেঁড়ে পূর্ণিমা উঠবে বলে
তাবৎ শহর হলো লোড শেডিং
ঘরমুখী যুবক আজ একটু দেরী করেই
ফিরছে বাড়ী।
নাগরীক পূর্ণিমার সমাবেশ
নষ্ট মাতাল যুবক, হিমুরা হবে আজ,
আধুনিক এরিস্টেটল প্লেটো কিংবা সক্রেটিস
ভয়, দ্বিধা, সংশয়, অহেতুক আত্মগ্লানি
হবে এখন, সাহসের পেয়ালায়
তরল হেমলক।

ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে, শুঁয়ে আছে
চীন-বাংলা মৈত্রী সেতু
যেন আধামৃত ঘাস ফড়িং
জলের ডানায় আলোক কম্পন ধারায়
রূপবতী জোৎস্নার রুপালী আঙুল
ঘাস ফড়িংয়ের পারিজাত স্বপ্নের আকাশে
উড়ায় - বেঁচে থাকার অসীম তাগিদ।
প্রবজ্যা
প্রৌঢ়া সময়, কিশোরী বাতাস নিয়ে
দিগন্তে খুঁজে
মেঘেদের যুবা খদ্দের কামুক ঠোঁট।
জোৎস্নায় উড়ে এখন
''ছেঁড়া স্বপ্নের কালো ঘুড়ি''
ভাঙ্গা নৈতিকতার, দারিদ্রতা নিয়ে
মৌন আলোর মশাল মিছিলে সামিল হয়
ভবঘুরে পথকলি জোনাকীরা

গাঢ় অন্ধকার সম্পর্কের উঁচু দেয়াল ডিঙ্গিয়ে
আলোক দুরত্বের গতি নিয়ে
স্বদেশ প্রিয়ার দুচোখের অমৃত প্রেমের সত্যভুমে
নিজেকে খুঁজে বেড়ায় - যৌবনের দুরন্ত
তেজী লাগামহীন ইচ্ছেদের কালো ঘোড়া।

যুক্তিহীন প্রাকৃতিক আবেগের চোখে

ভাবুক দোয়েল পুর্ণিমায় পুষে
বিমুর্ত উদোম নিশি।

তাই বিশ্বস্ত ও নিঁখুত ফুলের সৌন্দর্য
অনুকরণের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে পায় বিভৎস প্রতারণা।
নগ্না নিশি, যা নাকি তার কাছে
প্রজাপতির ডানায় আঁকা অনাগত স্বপ্নের
ধোঁয়াটে স্মৃতির আলপনা।

ভুমিহীন কৃষকের সারল্য নিয়ে

সময়ের নাচ ঘরে বাইজী বাতাস অর্হনিশি
বাজায় করুণ নিক্কন, সেতার সুর
ষড়ঋতু যেন আজন্মের
মনোপোজ নারী এখন
আকাশের নীলে উড়ন্ত
সাদা স্বপ্ন মেঘেরা অস্তিত্বের
স্বপ্ন অখন্ডতা ভেঙে, দু'হাত দিয়ে
ছিটিয়ে দেয় বরফ জল কুচি
বাঈজীর আলতা রংয়ের রঙ্গিন পায়
পরজনমের স্বপ্নস্তুতি পেয়ে বাঈজী বাতাস
ফ্লোরেন্স নাইট এ্যাঞ্জেল ভাবে নিজেকে
অথচ প্রেমহীন কাম জড়িয়ে ধরে
যুবক রাখালের কণ্ঠস্বর নালী
মোরলীর বাশী ভেঙে দেয়
উৎশৃঙ্খল ছন্দরত পায়ে।

ভালোবাসার সম্পর্ক

চটপটে আবেগের আঙ্গুল চালিয়ে
পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের লাল রং মিশাই
গোলাপী মেঘের এলোচুলে।

জানি সূর্যের বিচ্ছেদ আনিবার্য
দূর নক্ষত্রের উৎসুক চোখ
অন্ধকার পৃথিবীর বুকে হা-করে-খুঁজে
সূর্যের অমনোযোগী ফেলে যাওয়া
আলোর স্মৃতি।
গোলাপী মেঘের কালো চুলের লাল সিঁথি বরাবর
গুপ্তচর আলো হেঁটে যায় যেন- মেঘে ভেসে
থাকা পৃথিবীর শোষিত বিপ্লবী মানুষের,
অধিকার আদায়ের হিস্যা তদন্ত রিপোর্ট
সংগ্রহ করে পাঠাবে
সাত আসমানের চূঁড়ায় বসা
ঈশ্বরের কাছে।

দুষ্ট ঈশ্বরের প্রতিকৃতি

আমি প্রতিদিন আলৌকিক ঈশ্বরের,
বাস্তব প্রতিকৃতি দেখে ছবি আঁকি
প্রকৃতির সবুজ আঁচল ভাঁজে বসে,
দাঁড় কাকের পিছু ছুটে,
হিংসুটে দুষ্ট ফিংগের রক্ষ ঠোঁট
ঘুর্ণি বাতাসের বিন্দুতে বসে, আগুন চোখে
সমুদ্রের ক্রদ্ধতা নিয়ে, শকুনীর বেশে
খুবলে খায় উপকূল অঞ্চলে অসহায়
মানুষের প্রাণ।
স্বার্থপরতার দ্রুতগামী পাগলা ঘোড়ার
পিঠে চড়ে, পাষন্ডতায় ছিঁড়ে ফেলে
অতি চেনা বন্ধুত্বের সূদৃঢ় বিশ্বাসের লাগাম।

ব্যর্থ প্রেমিকের ইচ্ছেয়, লোভাতুর কামের
গলগলে আগুন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলে,
এসিডে ঝলসে দেয়, প্রেমিকার নিপুন ভাস্কর্য অবয়ব।

নক্ষত্র গোলাপ

সূর্যের আলোতে তোমাকে দেখিনা ঠিকই- কিন্তু
কৃষ্ণপক্ষের **গুমোট** আকাশের জমিনে
অচেনা লক্ষ নক্ষত্রের বুঁটি আঁচল খুলে,
বাঁকা চাঁদ যখন তন্ময় হয়ে ক্ষীণ আলো
ফেলে পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার বুকে
আমি নিশ্চিত হয়ে যাই - এ'কাজ তোমারই স্বয়ং
সরেজমিনে ভালবাসার তদন্ত চোখ
তোমার স্নিগ্ধ দ্যুতির আলোক কম্পনে
জানিয়ে দেয় আমায় .....
আমি তোমার প্রতিক্ষায় আছি মহাকালের গগণে,
ভয় পেওনা বন্ধু আমি আছি তোমার খুব কাছে;
আমার আচঁলে বাধা আছে তোমার জন্যে
ভালবাসার নক্ষত্র গোলাপ।

কংস নদীর পাড়ে

এসে ছিলুম অনেক প্রত্যাশার প্রজাপতি নিয়ে
তোমার ভালোবাসার প্রখর বিশ্বাসের
শক্ত শেঁকড় প্রোথিত সবুজ বৃক্ষের নিচে।

এসে দেখি তুমি নেই .....
তোমার রহিত বালির পদচিহ্নটুকুও
মুছে দিয়েছে ঈর্ষাকাতর পবন।
বিরক্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছুঁড়ে কেউটে সময়
''তোমার চলে যাওয়ার'' হেতু শুনায় আমায়
বর্ণালী শরীর চাটে সর্পিল জিহ্বায়;
যেন, আমাকে মেনেই নিতে হবে, তার
সৌজন্যতায় চাপিয়ে দেয়া অনাবদার।

সূর্য তখনও ডুবেনি.....
হয়তো আমার মনোযন্ত্রনা টের পেয়ে
গেছে কিছুটা ঘন কুয়াশার পালক ছিঁড়ে
কংস নদীর যৌবনে সিঁথিতে ছিটিয়ে দিয়েছে
কয়েক মুঠো আলোর সিঁদুর।
দুরের সবুজ গ্রাম রং পাল্টিয়ে
সরষে ফুলে মিনতিতে আত্ম সমর্পন করেছে

অন্ধকার ছায়া নিয়ে।

পশ্চিমে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে
সন্ধ্যাতারা- চলে যাবে কি যাবে না
দ্বিধায় ইতস্তঃ, আলোর কাঁপন
শতগুন বেড়ে গিয়েছে বিভ্রান্ত বাতাসে।

সময়ের সিঁড়ি সাঁকো

এক চিলতে জীবন নদীর
সময় সাঁকো পার হতে গিয়ে
সাহস কেঁড়ে নেয়, আদিম বিশ্বাসের
ভয় দ্বিধা, লজ্জারা
বেঁচে থাকার আনন্দরা, সহজেই পরাজিত হয়।
ভয় দ্বিধা লজ্জার, পৈশাচিকতায়।
উত্তরণের কৌশল কি,
আজো সঠিক করে কেউ বলেনি আমায়।

স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, ঈর্ষাকাতরতার
পেশী বাহুবলে
হুমরী খেয়ে পড়ে, পথ আগেলে ধরে
ভালোবাসার ইউটোপিয়ান সাহসের
গতিশীল উন্মুক্ত পথ।

রুদ্র পথ

আমার আকুল ভালোবাসার চারন ভুমিতে
শংকিত চিত্তের উদ্বেগী প্রজাপতি পাঠও তুমি
আমার বনার্লী স্বপ্নের
ফুলেল বিশ্বাস থেকে ছিঁড়ে নাও পাপড়ি
ভালো থাকার ''সুখময়'' সময় রেনু
বিশ্বাস শূন্য বাতাসে জ্বলে উঠে দ্রোহের অনল
তিমির অন্ধকার, সুকুমার চেতনার সবুজ স্বপ্ন
অরন্যে ফুসে উঠে ক্যালিফোর্নিয়ার বনে দাবানলে
স্বপ্নেরা আজ পুড়া ছাঁই ধুয়ায় কালো আঁচলে চড়ে
বাতাসে নেচে ছুটে চলে পথচারীহীন রুদ্র পথে।

ক্ষমা করো

পলাতক ভয়ের কালো মুখোশ
কলমের ডগায় ছিঁড়ে লিখি
সমকাল সময়ের স্বপ্নিল কবিতা,
বলা যায়, আধুনিক সভ্যতা কতটুকু
গ্রাহ্যতা পেয়েছে, দিগন্ত মেঘেদের
প্রাচীন স্বভাবের ভঙ্গিমায়

সৌন্দর্য ভাঙ্গা, অন্ধকার নগরীর গলি পথে
মাতাল বেকার যুবক; যে কোন বয়সের **চলবে** হলেই
চলবে তার; গোপন আদি কাম জেগেছে মনে
লোকে যদি বলে ধর্ষন; পরিনাম মৃত্যু দন্ড
স্বেচ্ছায় অর্পিত হবে কাল মৃত্যুর কামুক ঠোঁটে
তবুও আজ, সভ্যতার মিথ্যে শ্রুতি মধুর
চিরন্তন বানী নিয়ে, অতি আধুনিক
তাত্ত্বিক রাজনীতি শিখাবে না।
নীতিবোধের বেপরোয়া আদি ইচ্ছে গুলোকে।

দুঃসময়ের অন্ধকার
ছিঁড়ে ছুটে আসে আমার ইচ্ছের বর্নালী প্রজাপতি,
সূর্যমূখীর সঙ্গম রেনু লেগে আছে তার ডানায়, রাঙ্গা ঠোঁটে,
আমি জেগে উঠি, ভিতরে বেঁচে থাকার ইচ্ছেরা
শিশুর ঈদ খুশি; আনন্দে নেচে উঠে
প্রতি মূহুর্তে প্রশ্ন জন্মাতে শুরু করে।
কোথায় পাবো বিশুদ্ধ ভালবাসার নির্মল গোলাপ
পাপড়ির শরীর ছঁয়ে সুরভীত ঘ্রান,
দৌড়াবে উদাস শেষ সকালের বৈরী বাতাসের পিছু পিছু
আমার ইচ্ছের বর্নালী প্রজাপতি সেই
আয়েশী ডানা বাতাসে মেলে দিয়ে।

শারদ সন্ধ্যায়

অদৃশ্য শিল্পীর তুলির টানে, নাগরীর পশ্চিম দিগন্তের
লাল আকাশ মুছে স্বচ্ছ বিশাল শরীর হয়ে গেছে
ক্ষুদার্ত ক্লান্ত দাঁড় কাক ঘরে ফিরে যাচ্ছে
আকাশ বেদখল নিয়ে গেছে
অসংখ্য লঘু নিশিচর বাদুর পেচাঁর কাছে
অন্ধকার পোষাকের বুক পকেটে কালো বিড়ালের
জ্বলজ্বলে চোখে আলো বিলোচ্ছে স্ট্রীট লাইট
বীজের ওর্য়ালেস টাওয়ারের লাল বাতি
নদের ঐ পাশে গিয়ে দেখি
ব্রক্ষপুত্র, কাশকন্যার সাথে সঙ্গমরত
বর্ষার শেষে যৌবনের ঘোলা জলে ঘাটে
সময় নেই তার উচ্ছেদি পতিতার
সময় দিয়ে, দুঃখের কথা শোনার।

নগরীর মার্কেট, বিনোদন প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ
কোন বিশিষ্ট নেতার কুলখানী আজ
মধ্যবিত্তের পড়ুয়া মেধাবী কিশোরী ছাত্রী চুলে মাখছে
মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য গুরুজনের উপদেশ কদুর তৈল
পাশের যুবতী ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় মনোযোগে
ত্বকে মিশাচ্ছে রূপেল ভাইয়ের পছন্দের ফেয়ার এন্ড লাভলী
শহরের ট্রাফিক মোড়ে লোড শেডিং যানজটের ফাঁদে পড়ে গেছে
কিশোরী প্রেমিকা
আস্মুর কড়া শাসনে, সবকটা মসজিদের মাইক
চেচিয়ে বাজাচ্ছে তার হৃদপিন্ড ঘন্টা।

চানক্য

একদিন
তোমার সৌন্দর্যের থেকে
আমার স্বপ্নরা সৃষ্টি হতো
মধুকরী কবিতায়
সেই তুমি আমার তাবৎ স্বপ্নের স্তুতি আজ
ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
কাল সময়ের নিদারুন অবজ্ঞায়
হয়তো বা, আমি বেঁচে আছি;
না হয়তবা মৃত। স্বপ্নদের শবদেহ
বুকে জড়িয়ে, রোদন প্রহরের আনাচে কানাচে
খুজেঁছি কোথায় গেছে আমার হৃদয়ের চানক্য ঘোর
তুমিহীনা, নব উল্লাসে দোয়েল গাইবে সবুজ বাংগালীর
সুরেলা গান।
তাই দেখেই আমার মৃতস্বপ্নেরা
ফিরে পাবে
ষোড়শী কবিতায় অবিনাশী প্রাণ।

ঘাস ফড়িংরা

ইস্যূহীন আনন্দে দ্বিধাবোধ ছিলো, এতোদিন হৃদয়ের ইচ্ছেদের
আজ খবর পেলাম তুমি আসছো, কবিতার চারণভূমিতে
শরৎ মেঘের রূপালী রোদ, কবিতা শব্দের কিশলয়ে
সুপ্ত বাসনার বীজ মুখ
খুলে দিলো উচ্ছল বাতাসের প্রবাহ।
এতো দিন তুমি আমি ছিলাম একা
দুজনার আকাশ ছিলো গোমুট অন্ধকার
পূর্ণিমারা বারংবার ব্যর্থ হয়েছে
তাদের সৌন্দর্য বিলোতে, যুবা-যুবতী ইচ্ছেদের হৃদয় প্রাঙ্গনে
এতদিন চোখের জানালায় টাঙ্গানো ছিলো লাল সালূ
ওসমানী উদ্যানের এগারো হাজার বৃক্ষের মৃত্যুদন্ডাদেশ ভীতি
তবিলতে বহাল ছিলো মাথার খর দুপুরের রোদ্রে।

ভালবাসার প্রত্যাহার

তুমি যে দিন আমার অস্তিত্ব থেকে
ভালবাসার বিশ্বাসে রণতরী সহ ভিয়েতনামের
মার্কিন ট্রুপারের মতো সমস্ত বাহীনিকে প্রত্যাহার
করে নিলে
সেদিন থেকে আমি, বেঁচে থাকার নিদারুন
টানাপোড়ায় ভিতর আছি।
আত্মবিশ্বাসরা তামিল গেরিলার
চরমপত্র ঘোষনা করে, আমাকে শোধায়
জেগে উঠো, আঁকড়ে ধরো শিকড়, মিথ্যে অপশক্তির মিছিলে
চোখ বন্ধ করে গুলি ছোড়ে, নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে দাও।
বারুদের গন্ধ, তাবৎ প্রকৃতির কিট পতঙ্গ,
দল বেঁধে শরনার্থী হবে অন্ধকার কালো ধূয়ার ধুলিতে
তুমি একা বিজয় পাতাকা উড়াও, পৃথিবীর সবুজ বুকে
ব্যর্থ ইচ্ছেরা, নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলো ছড়াবেই।

সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকি এখন

পত্রিকার হেড লাইনে চোখ বুলিয়ে দেখে নেই
ক্যামন আছে আমার স্বদেশ
আমার স্বজন, আমার নীলা
গনগনে মধ্য দুপুরে
নীলার প্রথম চিঠি
তিক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে
ছিঁড়ে খায় - কুৎসিত দাঁড় কাক
স্বদেশের বোধী সত্য জন্ম ইতিহাসের
পান্ডুলিপির শব্দ বাক্যকে দিন দুপুরে ছিনতাই
করে নিয়ে গেছে অন্ধ চোখা উইপোকারা।
স্বজনেরা ওপেন সাজারী করে
লাগিয়েছে মেটালের হৃদপিন্ড।
খুব পরিচিত যুবা বৃক্ষটির কান্ডে
বসতি গেড়েছে রুক্ষ্ম চোখের কেউটে।
সবাইতো বেশ ভালই আছে
তবে কেন যাবো অতীত দ্বারে ?

নারীর প্রেম স্বপ্ন

নারীর প্রেম স্বপ্ন
লজ্জার লম্বা আঁচলে
সাহসী হৃদয়ের রাঙ্গা মুখ ঢেকে
যান্ত্রিক ক্রন্দন শব্দে অন্ধকার সময়ে
সুখ প্রত্যাশারা উড়ন্ত প্রজাপতির
রঙ্গিন ডানা খসে ফেলে
শুয়োপোকা, বৃশ্চিক, সাপ হয়ে
প্রাকৃতিক মানুষী আবেগ বিশ্বাসের অরন্যে
বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।
পরনির্ভরতায় বধ্যভূমিতে ঝোপঝাড়ে দুর্বাঘাসে
রঙ্গীন খোলস শাড়ি জড়িয়ে
যৌবন সময়ের সাথে তাদের জীবন
অর্থহীন প্রেমলীলা করে
কোনএক নারী সেই তুমি স্বয়ং
দলচুত সাপীনির বিষ নিয়ে ঠোটে,
আমার ভালোবাসার ব্রম্মপুত্র নদের
সঞ্চিত রক্ষিত জলটুকু
নোংরা করেছো।

কি দিয়ে সাজাই ?

সোনালী মেঘের জরিন ফিতেয়
বাঁধি তোমার এলো কালো চুল
আমার চুমুর আকাঁ চঞ্চল
দু'চোখের উপরে বসাই প্রজাপতি ফুল
সিক্ত দু'ঠোঁটে এঁকে দেই হৃদয়, রক্ত গোলাপ
বুকের শুভ্র বরফের যুগল পাহাড় এঁকে দেই
রূপালী জোৎস্নার **উদ্ভ্রান্ত** আনন্দ
সৃষ্টির ঝর্ণা ধারায় জলের আকাশে ছেড়ে দেই
আমার স্বপ্নের শিকারী মাছরাঙা পাখি।

স্বপ্ন পুতুল

এই ঘুম কাতুরে কিশোরী নারী
আমার স্বপ্ন নিয়ে ক্যান
পুতুল খেল ? চেতনার অবগাহন দ্বার
খিল মেরে, জানালায় বসে,
সখ্যতা গড়ে আমার কিশোর স্বপ্নের
চীর আনন্দের সাথে?
আমিও চকলেট লোভী, **অবুঝ** কিশোর, সরল বিশ্বাসে
তোমার হাত বাড়িয়ে দেয়া তালুতে
মৃৎ শিল্পির কৌশলে সাজিয়ে দিয়েছি,
আমার তাবৎ চঞ্চলতা জীবিত স্বপ্ন পুতুল
মৌনতায় স্পষ্ট স্বরে
আমি আমার স্বপ্ন পুতুলের দোদরা রোদন
কান্না শুনি।
হয়তো তোমার ঘুম অবশ হাত চাঁপা
পড়েছে, স্বপ্ন পুতুলের
কোমল শরীর তোমার অবহেলায়
নিঃশ্বাস।

ত্রিত্ব প্রেম গোলাপ

গোলাপ হাতে
ত্রিত্ব প্রেম নিয়ে ছুটে
তোমার দুয়ারে হৃদয় দরাজে
অলস সময়ের কালো পর্দা তুলে দেখি
খুব ব্যস্ত আগ্রহী দুষ্ট বাতাস
এলোমেলো করে দিচ্ছি তোমার
পরিপাটি খোপার বাধুনী চুল
তুমি ও ক্যামন হেয়ালীপনায় দিব্যি
ভুলে গেলে আমি যে আসছি আজ
হাতে নিয়ে ত্রিত্ব প্রেমের লাল গোলাপ

অভিমানে যতবার
প্রেমকে কাছে টেনেছি - নিঃশ্বাসের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়
ততোবারই সত্য নিয়েছে হৃদয় ছিড়ে; হীনমন্যতার
বিগলিত প্রহরের শোকে
আমি এখন নিস্প্রয়োজন
আমার-ই সৃষ্টির মধ্য প্রহরে
অতসী জোনাকী প্রহরী আলো জ্বেলে
রক্তাক্ত হৃদয়ে সারা রাত
কাকে যেন হন্যে হয়ে খুঁজে
অস্পষ্ট হাতের ছাপে
তল্লাশী করে দেখে
হয়তবা কোন পর জনমের
মমতাময়ী জোছনার হাত
ছুয়ে ছিলো
অমনোযোগী ভালবাসার পূর্ণিমা রাত।

রুদ্রের প্রতিক্ষায়

এক পায়ে ভর দিয়ে
সময়ের বুড়ো মেঘে দাঁড়িয়ে আছি।
বছরের কোন একদিন, ''তুমি শুধু আমার হয়ে''
কবিতার বিশুস্থ উষ্ণ বর্ণনার শব্দ শীতল বাতাস
মুঠো ভরে ছিটিয়ে দেব, আমার স্বপ্ন অভিলাষী
ঘুমন্ত দু'চোখে
বুকের ভিতর সুপ্ত দুঃখের চর
ডুবিয়ে প্লাবিত করবে ব্রম্মপুত্রের শুল্ক
লালিত যৌবনের দু'কূল
আমার মূর্ত দুপুর প্রেম, যৌবন নিয়ে বিনোদনহীন
হোলি খেলে এখন ক্ষুধার্ত কিশোর কচি-কাচার মেলায়।

গ্রীল বাড়ান্দায়

গ্রীল বাড়ান্দায় ঝুলে আছে, চারুর ম্লান ভেজা নীল কামিজ
তার পেছনে ছায়ার আড়ালে দুষ্ট কিশোরীর লাজুক চাহনির
জমকালো ব্রা, বারান্দার চেয়ারে রাজ আসন পেতে
বসে আছে কুচকালো হুলো বিড়াল।

শতাব্দীর আয়োজন

হাজার শতাব্দীর মুহূর্ত রঙিন ভাবনা প্রজাপতির মেলা বসেছে
মনো-বসতির কুঞ্জ বনে;
জোৎস্নার সখ্যতায় তাড়াহুড়ো করে
ভেঙ্গে গেছে তাদের অজস্র স্বপ্নডানা
তবুও সবুজের চঞ্চল তড়িৎ কর্মায়
ফুটে উঠেছে লাল হলুদের তোড়াতোড়া ফুল

চারুর ঘনকালো এলোচুল খোপায় সাজাবে আজ
অতীতের পরাজিত সমস্ত ভুল।

জোৎস্নার স্নিগ্ধতায় আলোড়িত নয় হৃদয়
যতটা মুগ্ধতায় কেড়ে নেয় চারুর সত্য দু'চোখ
দ্যুতিহীন চাঁদ আজ যতই বিলোয় তার বিলাসী রূপ
সকলি নস্যি অপরুপ তার।

ফাল্গুন চিঠি

বাঙালীর অসহায় নিরস্ত্র শিশু-বুড়োর মৃত্যুর
দাপট মাঘ মাস
আজ সকালে, রোদ্রে পাঠালো হলুদ বসন্তের
ভ্যালেন্টাইন দিবস
বর্নিলফুল প্রজাপতি
আনন্দ ফাল্গুন চিঠি
কনজায়া অভিজাত বৃক্ষের সারি;
আজ পড়েছে হলুদ শাড়ী
যতনে বেধেছে গাঁদা চাপার বিনোদ বেনী,
চোখের উপর এঁকেছে সবুজ পদ্মকলি
ভর দুপুরের নদীর ঘাটে, সুরের
নাচের মুদ্রায়, কলসী কাখে জলকে চলে।

দিদি মনি

আপনি সত্যিই খুব নিষ্ঠুর নির্দয়, দিদি মনি
নইলে অমন প্রখর রোদেল দুপুরে দাঁড় করিয়ে রেখে
কেউ কি নিষ্পাপ শিশুর হৃদয় পদ্মকলি পুড়ায়?
শাখের সৌখিন রঙীন চুড়িও ভাঙেন আজকাল
শিশুদের নরম পিঠে।

দিদিমনি

এতো ক্রোধ কেন আনেন ডেকে নিঃশ্বাসের সাথে
ভালোবাসার চৈতী মেলায় ক্যান বসান
হযবরল সাপুড়ে নারীদের গহনার দোকান !

দিদিমনি

আমরা চোখের শাসন বুঝি
অথচ আপনি বুঝান
আমাদের কুজো পিঠে ক্রোধ চেপে
চোখের শাসনে প্রকৃতির আলৌকিক প্রভু খুশী নন
বাতাসের পিঠে হাতের চাবুক স্বঃপাাৎ শব্দে
উনি মহা খুশী হন ?

তল্লাশ

আত্মজ প্রেম খুঁজেছি
প্রতি মুহূর্তেকে, শতাব্দির তল্লাশী চোখ দিয়ে
চেয়ে দেখি বাতাসে চটপটে রূপালি
হেলি কেনিয়াস প্রজাপতি ডানায় তৃষ্ণার্ত
যৌবনবতী মেঘ রোমশ পা ছড়িয়ে বসে
অচেনা যুবকের স্বপ্ন দু'চোখের
আত্মজ প্রেমের ফুলের গালে।
কামসুধা মধুর যৌবন আহরণ শেষে
উড়ে যায় সে সহচর স্মৃতির রেণু নিয়ে
অজানা নিরুদ্দেশে।

আত্মসর্ম্পন

চেনা মুখের শরৎ মেঘ
রূপালী কুয়াশা হয়ে
কাশ ফুলে আত্মসমর্পন করে
যন্ত্র দানব
তুর্ণা নিশীতা সারারাত প্রাণ প্রণে ছুটে এসে
কমলাপুর ষ্টেশনে স্পন্দনহীন শুয়ে আত্মসর্ম্পন করে।
কেবল আমিই পারলাম না কোথাও আত্মসর্ম্পন করতে।
কার কাছে ক্লান্তির দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে
আত্মসর্ম্পন করবে ?
নীলার কাছে ?
সে তো কেবলি অবলা নারী
সুখ দুঃখের চকচকে অলঙ্কার দ্যুতি
সন্ধ্যার করুণ আলো ছড়ায়
টোলপরা মেকি হাসির অবয়বে মুখে।

আকাশের কালো মেঘকন্যা
সূর্যের জরীন ফিতেয় বাঁধে বিনোদ বেনী
বাতাসে দু'পা দুলিয়ে আয়েশী ভঙ্গিমায় বসে
কিশোর মেঘের গলায় চেপে ধরে
রূপালী রং এর পা।
বেদনার বাতাসে
চিৎকার করে কেঁদে উঠে কিশোর মেঘের যন্ত্রনা রংধনু
এত সব দেখে
ভয়ে কেঁপে উঠি
শীত বস্ত্রহীন পথকলির মতো
হাতের বৈঠা টেনে ধরে
হিংসুটে চতুর ব্যাঙ।

যবনিকা